ই | টা | লি

ভেনিসের বন্দরে

ভেনিসে সারা বছর হাজার হাজার পর্যটক আসে। তবে মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি পর্যটক আসে। শীতের সময় ও বরফ ঢাকা নদীর অপরূপ দৃশ্য দেখার জন্য পর্যটকরা ছুটে আসে। ভেনিস শহরটা ভূ-মধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত। ভেসিস প্রভিন্সে অনেকগুলো শহর আছে। তার মধ্যে Venice, Mestre, Sandona, Lido-Diejsolo, Cavllino উল্যেখযোগ্য। ইটালির যে কোনো শহর থেকে ভেনিসে ট্রেন, বাস, বিমান ও গাড়িতে করে আসা যায়। ভেনিসে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর আছে।

ভেনিস শহরের ভিতর দিয়ে পর্যটকরা শুধু পায়ে হেঁটে এবং চারদিকে নৌকা, লঞ্চ, স্পিডবোর্ড ও বিশেষ ভাবে নির্মিত নৌকা দ্বারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে। তবে নৌকা বা লঞ্চে করে ভেনিস দেখা সবচেয়ে আনন্দময়। পায়ে হেঁটে ভেতরের দৃশ্য দেখা যায় কিন্তু বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার জন্য নৌকাই উত্তম। কারণ ভেনিসের আনাচে কানাচে ছোট ছোট খাল আছে। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে নৌকা দিয়ে যাতায়াত করা যায়। এজন্য ভেনিসকে খালের শহরও বলা হয়। এই খালের কারণে ভেনিসের সৌন্দর্য পৃথিবীর সব সৌন্দর্যের চেয়ে আলাদা।

বিশ্বের নানান রঙের ও নানান ভাষার মানুষ এখানে দেখা যায়। কয়েকদিন না ঘুরলে পুরো শহর দেখা সম্ভব নয়। এখানকার বিভিন্ন আকর্ষণীয় জিনিসগুলো পর্যটকরা শখ করে কিনে থাকে। যদিও দাম একটু বেশি। ভেনিসের প্রতিটি স্থান ঐতিহাসিক। তবে পিয়াচ্ছা SunMarco সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় দর্শনীয় স্থান। হাজার হাজার কবুতর এই SunMarcoতে পর্যটকদের আনন্দ জোগায়। যে কেউ ১ ইউরোর খাবার কিনে হাতে ধরলে কবুতরগুলো মানুষের হাতে ও মাথায় এসে বসে খাবার খায়। অনেকে কবুতর হাতে নিয়ে শখ করে ছবি তোলে ও ভিডিও করে। তবে কবুতরের খাবার নির্দিষ্ট আছে। ঐ খাবার ছাড়া অন্য খাবার খাওয়ানো যাবে না। সিভিল পুলিশ সারাক্ষণ টহল দিতে থাকে। এই কবুতরগুলোকে সরকারিভাবে খাদ্য সেবা, তদারকি ও চিকিৎসা সুবিধা দেয়া হয়। ভেনিসে পর্যটকদের দেখার জন্য পুরনো কীর্তি, মিউজিয়াম আছে। ঐতিহাসিক স্থানগুলোকে চেনা জানার জন্য পথ নির্দেশক ও ইটালিয়ান, ইংরেজি ও ডয়েস ভাষায় সবকিছু লেখা আছে। যেন পর্যটকরা নিজেরাই সবকিছু বুঝতে সুবিধা হয়। এ ছাড়াও আছে সাইড বই। ১ ইউরো দিয়ে ১টি গাইড বই কিনে পুরো শহর সুন্দর ভাবে ঘুরে ঘুরে দেখা যায়।

ভেনিসের আরেকটি শহর Lido Di jesolo. এটা আমাদের কক্সবাজারের মতো সমুদ্র সৈকত। তবে আমাদের কক্সবাজারের মতো এত বিশাল নয়। আমাদের কক্সবাজারকে যদি এইভাবে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে তোলা যেত তাহলে বাংলাদেশীদেরকে আর বিদেশে গিয়ে হোটেলে কাজ করতে হতো না। এই সমুদ্র তীরে সাধারণত এপ্রিল মাস থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পর্যটকদের আনাগোনা থাকে। তাই এখানকার হোটেল, রেস্টুরেন্ট, দোকান পাট সব কিছুই প্রায় ৬ মাস খোলা থাকে। এসব হোটেল-রেস্টুরেন্টগুলো জমজমাট থাকে জুলাই-আগস্ট দুই মাস। তখন ট্যুরিস্টের ভারে jesolo থাকে কানায় কানায় পূর্ণ। সারাদিন সমুদ্র পাড়ে ছাতা ভাড়া করে চেয়ারের মধ্যে পুরুষরা শুধু হাফ প্যান্ট, আর মেয়েরা স্বল্পবাসনা হয়ে রোদ পোহায়। সান স্ক্রিন ক্রিম গায়ে মেখে রোদে শুয়ে থাকে। আবার অনেকে সমুদ্রের লবণাক্ত পানিতে গোসল করে আবার রোদে শরীর শুকায়। এই লবণাক্ত পানিতে গোসল করলে শরীরের যে কোনো চর্ম রোগ ভাল হয়ে যায়। তাই প্রায় সকলেই সমুদ্রে স্নান করে থাকে। এখানে আমেরিকা, জার্মানি, ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, এশিয়ানসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশের লোক অবকাশ যাপনের জন্য কেউ ৩ দিন, কেউ এক সপ্তাহ, আবার কেউ ১৫ দিনের জন্যও আসে। তবে এই জায়গায় জার্মানির ট্যুরিস্ট বেশি। আগস্টের ছুটিতে ইটালির বিভিন্ন শহর ও ইউরোপের কাছের দেশগুলো থেকে অনেক বাংলাদেশীরাও পরিবার নিয়ে, কেউ দলবেঁধে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এখানে ঘুরতে আসে। মোটামুটি ছুটিটা ভালোই কাটে এখানে এসে। এই jesoloতে বালির তৈরি 'Castello di Sabbia' দেখার মতো। বালি দ্বারা বিভিন্ন ঐতিহাসিক জিনিস তৈরি করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা আছে। ১ ইউরোর বিনিময়ে হাজার হাজার ট্যুরিস্ট এই প্রদর্শনী দেখে থাকে। সত্যিই দেখার মতো এই হাতের তৈরি Castello.

সমুদ্র তীরে ১৫ আগস্ট এই দেশের স্বাধীনতা দিবস। এই দিনে রাত সাড়ে দশটার পর আতশবাজি ফোটানোর মধ্য দিয়ে এরা আনন্দ উৎসব করে। অবশ্য এটা ইটালির প্রতিটি সমুদ্র তীরে করে থাকে। ৩১ আগস্ট বিকালে প্রায় আড়াই ঘন্টাব্যাপী বিমানের বিভিন্ন কসরতের (মহড়া) মধ্য দিয়ে গ্রীষ্মকালীন ছুটির বিদায় সংবর্ধনা আগত ট্যুরিস্টদের আনন্দ দিয়ে থাকে। ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর ভেনিসের কৃষকদের Festa di-UVA (আঙ্গুর ফলের উৎসব) পালন করে থাকে। ২ দিনব্যাপী মেলার পর ব্যান্ডপার্টিসহ নাচ গানের মধ্য দিয়ে পুরো শহর প্রদক্ষিণ করে এবং রাস্তার দুই পাশে দাঁড়ানো সবাইকে আঙ্গুর ও আঙ্গুরের তৈরি ভিনো (মদ) সবার মাঝে বিতরণ করা হয়। গ্রীষ্মের এই ৫টি মাস ভেনিসে সারা পৃথিবীর ট্যুরিস্টের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে। এবং এখানকার প্রসাসনও এই ট্যুরিস্টদের জন্য যত রকমের সুযোগ সুবিধা আছে তা দেওয়ার চেষ্টা করে। সব মিলিয়ে এই সময়টা খুব আনন্দঘন পরিবেশেই কাটে সবার। ভেনিস লেকে হয় প্রতি বছর রং বেরং-এর নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা যা সত্যিই উপভোগ করার মতো।

Manik Chowdhury
Lido-Di-jesolo
Venice, Italy

কা | না | ডা

অস্থায়ী ভিসা চালু হচ্ছে

জসিম মল্লিক, *টরন্টো থেকে*

শ্রম বাজারে অব্যাহত ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে দ্রুত ৭ লাখ ইমিগ্র্যান্ট আনার উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে কানাডা ইমিগ্রেশন। গত সপ্তাহে গ্লোব এন্ড মেইলকে দেয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ইমগ্রেশন মন্ত্রী জো ভোলপি এ কথা জানিয়েছেন। মন্ত্রী বলেন প্রতিটি প্রভিন্সেই দক্ষ শ্রমিক দরকার। প্রতিটি প্রভিন্স থেকেই দাবি উঠেছে নতুন ইমিগ্র্যন্ট আনার। যেমন সাচকাচুনে এখনই ৫ হাজারের অধিক পদ পূরনের জন্য লোক দরকার। মন্ত্রী বলেন, ইমিগ্রেশনের বর্তমান নিয়মনীতি অনুযায়ী এ ৫ হাজারের সঙ্গে তাদের পরিবারের সদস্যসহ মোট ১৫ হাজার লোক আনতে হবে। আর এ জন্য কম করে হলেও ৩ বছর লেগে যাবে। মি, ভোলপি বলেন, চটজলদি লোক আনতে হলে আমাদের ইমিগ্রেশন আইনে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। এবং এ ব্যাপারে কাজও করে যাচ্ছি। প্রতিটি প্রভিন্সের মিনিস্টারদের কাছে আমরা জানতে চেয়েছি তাদের কি ধরনের শ্রমিকের প্রয়োজন। আমরা সে ধরনের শ্রমিক আনার উদ্যোগ নেব।

মন্ত্রী জনান, তিনি শীঘ্রই 'ইন কানাডা' শিরোনামে একটি নতুন পদ্ধতি চালুর পরিকল্পনা করেছেন। তাতে ছাত্র ও শ্রমিকরা অস্থায়ী ভিত্তিতে ল্যান্ডেড ইমিগ্র্যান্ট হিসেবে আবেদন করতে পারবেন। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করার পর স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে আবেদন করার সুযোগ দেয়া হবে। যেমন ন্যানি হিসেবে দুই বছর কাজ করার পর একজন কেয়ার গিভার এ পদ্ধতিতে স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

বর্তমান পদ্ধতিতে আবেদনকারীর ফাইল ওপেন করতে মাসাধিককাল সময় লেগে যায়। একজন ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা জানান, এখন আবেদন পাওয়া মাত্রই তা প্রসেস করা হবে। এবং প্রভিন্সের চাহিদা অনুযায়ী আবেদন মঞ্জুর হওয়া মাত্রই তার কাছে ল্যান্ডেড পেপার পৌঁছানোর যে সময় লাগবে সে সময়ের মধ্যে সে যেন ইংরেজি শিখতে পারে, সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হবে। অর্থাৎ প্রতিটি মুহূর্তই কাজে লাগানো হবে।

মি. ভোলপি বলেন, অন্টারিওতে অবৈধভাবে বসবাসকারী নির্মাণ শ্রমিকদেরও সাধারণ ক্ষমার বিষয়টি এখন বিবেচনাধীন।

মন্ত্রী বলেন, গত ৪ বছরে কানাডার বিভিন্ন মিশনে প্রায় ৭ লাখ আবেদন জমা পড়েছে। সে আবেদন সমূহ দ্রুত অনুমোদনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। তিনি আরো জানান, বর্তমান পদ্ধতিতে ইকোনমি ক্যাটাগরিতে দক্ষ পেশাজীবীদের আসার সুযোগ রয়েছে। অভিযোগ আছে, বিদেশী ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়াররা এখানে ক্যাব ড্রাইভার বা হোটেলের ওয়েটার হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হয়। এছাড়াও সমান যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কানাডীয়দের তুলনায় নতুন ইমিগ্র্যান্টরা অনেক কম পয়সা পায়। দক্ষ পেশাজীবীরা যাতে অধিক উপার্জন করতে পারে সে ব্যাপারে বিভিন্ন ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। মন্ত্রী জানান, এ ক্যাটাগরিতে লোক আনা অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি পাইপ ফিটার ও ট্রাক ড্রাইভার আনার ব্যাপারেও চেষ্টা চালানো হবে। তিনি বলেন, নতুন পদ্ধতিতে প্রতিবছর ৯৫ হাজার শ্রমিকের জন্য অস্থায়ী ভিসা ব্যবস্থা চালু করা হবে। মন্ত্রী জানান, আগামী ৫ বছরের মেয়াদে এখন থেকে প্রতি বছর ৩ লাখ ইমিগ্র্যান্ট আনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নেরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

Toronto
Jasim_mallik@hotmail.com

A QUALITY INTERNATIONAL FOOD STORE IN TOKYO, JAPAN

HALAL

online store BATICROM
An Enterprise of Diamond Trading Company

TOKYO

www.baticrom.com

Happy Ramadhan

ব্যতিক্রমের বিশেষ মূল্যহ্রাস

আংশিক মূল্য তালিকা :

পাংগাস, মাগুর, শোল, নলা	৬৯৫ ইয়েন/কেজি
বোয়াল, কাজলী, কোরাল, বাইম	৬৯৫ ইয়েন/কেজি
সাগরপোনা, কাকিলা, গুতুম	৪৯৫ ইয়েন/কেজি
শুঁটকি (কাচকি, বাতাসি, রূপচাঁদা, ঘনিয়া, ছুরি, লটিয়া)	৪০০-৭০০ইয়েন/প্যাকেট
বাংলাদেশী রান্না মাংস (খাসী)	৯৯৫ ইয়েন/কেজি
গরু/খাসীর গোশ্ত (Beef/Mutton Cut Regular)	৮৫০ ইয়েন/কেজি

সীম, মটরশুঁটি, MIXED সবজি	৩৯৫ ইয়েন/প্যাকেট
ডাল (মসুর, মুগ, বুট, ছোলাবুট)	৩১৫ ইয়েন/কেজি
রান্নার মসলা (হলুদ, মরিচ, জিরা ধনিয়া)	৩৯৫ ইয়েন/প্যাকেট
বাংলা, হিন্দি গান+সিনেমার CD/VCD/DVD	৪৮০/৫৮০/৭৮০ ইয়েন/কপি
বাংলা (গল্প, উপন্যাস) বই	৬০০-১৫০০ ইয়েন/কপি
পোশাক : প্যান্ট, শার্ট, শাড়ি, থ্রি-পিস, পাঞ্জাবি, পায়জামা, লুঙ্গি, টুপি)	আকর্ষণীয় মূল্যে

Retail sale
Baticrom Online Store
Abankurest Itabashi Building
1-13-10 Itabashi, Itabashi-Ku, Tokyo, Japan.
Tel : 03-5943-5661, 03-3963-6636
Fax : 03-5943-5662
E-mail-info@baticrom.com

For Wholesale:
DIAMOND TRADING COMPANY
Eguchi Bldg.; 1-45-14 Ikebukuro-Honcho
Toshima-ku, Tokyo, Japan.
Tel.: (03)3590-6433 fax.: (03)3590-6434

গ্রাহক সন্তুষ্টিই আমাদের প্রতিপাদ্য !!

সাধ, সাধ্যের এক অপূর্ব সমন্বয়

প্যা | রি | স

ঐতিহাসিক পরিবার

পরিবারটির স্থায়ী বাস বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলাধীন, ত্রিশাল উপজেলায়। ঐতিহাসিক পরিবার বলতে হয়। এ জন্য যে. বৃহত্তর ময়মনসিংহ তো বটেই, সারা দেশে এটাই একমাত্র (একক) পরিবার, যার স্থায়ীভাবে ইউরোপে বসবাসকারী সদস্য সংখ্যা ৫০-এর উপরে। তাছাড়া এদেশের প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক, এখানে বসবাসকারী ছেলে-মেয়েদের স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়িরাও এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অধিকার রাখে। সে হিসেবে শীঘ্রই আরো কিছু সদস্য বেড়ে যাবারও আশা করা যায়।

এই পরিবারের সৌভাগ্যবান প্রধান কর্তাব্যক্তি হিসেবে এখনো সুস্থ অবস্থায় বেঁচে আছেন, মোঃ আঃ আজিজ ফরাজী ও মোছাম্মৎ রাবেয়া খাতুন। দুজনেরই বর্তমান বয়স অনুমানিক একশ'র কাছাকাছি। তাদের ঔরসজাত সন্তানের সংখ্যা দশজন। একমাত্র মেয়ে বাদে, সবাই বেঁচে আছেন। এখানে তাদের নাতি-নাতনী ও তার পরবর্তীরাও রয়েছেন। বর্তমানে এই পরিবার থেকে ফ্রান্সের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৩/১৪ জন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এক ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং ও আর এক মেয়ে ব্যাংকিং সেক্টরে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে বের হওয়ার পথে। অনেক অভিজ্ঞ মহল আশা পোষণ করেন যে, এই পরিবারের সদস্যরা একদিন তাদের যোগ্যতা বলে ফ্রান্স সরকারের সকল সেক্টরে (উচ্চপর্যায়ে) প্রতিষ্ঠা লাভের মাধ্যমে এখানে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটিকে এগিয়ে নেওয়ার সহযোগিতায়, পাশে এসে দাঁড়াতে পারবে।

১৯৮৩ সালের কোনো এক সময় এই পরিবারেরই সদস্য রাজনীতিবিদ, ফ্রান্স বিএনপির সাবেক সভাপতি ডক্টর আবদুল মালেকের ফ্রান্সে আগমন। তারপর ১৯৮৫ সালে আসেন তার বড় ভাই, এ কমিউনিটির তার সমাজ সেবক, সাংবাদিক আঃ বারেক ফরাজী ও তার ছোট ভাই, ফ্রান্স বিএনপির যুববিষয়ক সম্পাদক আবুল কালাম আজাদসহ অন্যান্যরা।

সারা বছর শীত শেষে অপেক্ষমাণ গ্রীষ্মের স্পর্শ নিয়ে এক আনন্দঘন পরিবেশে জেগে ওঠে সারা ইউরোপ। ইউরোপিয়ানদের

বনভোজনে পরিবারের সদস্যরা

সাধারণত জুলাই-আগস্ট এই দুই মাস বাৎসরিক ছুটি। তখন সরকারি- বেসরকারি প্রায় সব ধরনের অফিস-আদালতই বন্ধ থাকে। নিতান্ত আনন্দ উপভোগের জন্য বাংলাদেশী এ পরিবারের পক্ষ থেকেও আয়োজিত হয় পারিবারিক বনভোজন। ছুটি উপলক্ষে পরিবারের অনেকেই বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেলেও, বাকি যারা প্যারিসে অবস্থান করছেন, তাদের নিয়েও এ পারিবারিক বনভোজনের আয়োজন।

৪ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় সবাই প্যারিসের পার্শ্ববর্তী লা-কুর্নেভ পার্কের ১ নং গেইটে সমবেত হয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। প্যারিস বা তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আয়তনের দিক দিয়ে এটাই সবচেয়ে বড় আকারের চিত্তবিনোদনমূলক পার্ক। যার আয়তন আনুমানিক ৫/৬ কিলোমিটার বা তার উপরে। পার্কের মাঝেই রয়েছে, বনভোজনের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। দুপুর বেলা বনভোজন উপলক্ষে সবার মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। তারপর শুরু হয়, গান, কবিতা পাঠসহ না না আয়োজন ও প্রতিযোগিতা। অধিকাংশ প্রতিযোগিতায়ই প্রথম স্থান দখল করে নেন নাছরিন আক্তার (পান্না)। বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন, পরিবারের প্রধান মুরব্বি ব্যক্তি হিসেবে মোঃ আঃ বারেক ফরাজী। ওনাকে সহযোগিতা করেন আবুল কালাম আজাদ ও আবদুল সালাম ফরাজী। শেষে হালকা খাবার পরিবেশনের মাধ্যমে সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

Shiful Islam
Bat-A, 3eme etage
64, Rue Marx-Dotmoy
75018, Paris, Feance.

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ

ত্রৈমাসিক
প্রজন্ম একাত্তর

দেশ প্রবাসের নবীন, প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন-যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

১টি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা।
বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

যোগাযোগ :
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029, 191 02 Sollentuna, Sweden
Tel. & Fax : (+ 46)-(0)8-6231439
e-mail : delwar.h@spray.se

ঢাকা ব্যুরো :
3/3-B, Purana Paltan (1st Floor), Soleman Court,
Dhaka-1000, Bangladesh. Tel : 9565340, 8155271
Fax : 880-2-9140225 e-mail: probashiprokashona@yahoo.com

সি | ঙ্গা | পু | র

মাকে পড়ে মনে

কতদিন হয়ে গেল মাকে দেখি না। আমার মায়ের সরল মুখটা দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। দেশে থাকতে মাকে খুব জ্বালিয়েছি। খুব যন্ত্রণা দিয়েছি। যখনই আমার চা খেতে ইচ্ছে করত শুধু বলতাম। মা অমনি চা নিয়ে এসে হাজির। আমার সব ভালোলাগা মাকে নিয়ে। এই প্রবাস জীবনে শত কষ্টের মাঝেও যতবার মার কথা মনে পড়ে ততবারই আমি সুখ পাই। ভোরবেলায় মায়ের চা বানানোর টুংটাং আওয়াজ শুনে আমার ঘুম ভাঙত। মাঝে মাঝে রাগ কিংবা অভিমান করলে কত বাবা ডেকে খোকা ডেকে আমার রাগ ভাঙিয়ে দিত। এসব কথা মনে হলে আমার বুক ফেটে কান্না আসে। কতদিন হয়ে গেল মায়ের আদর আর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত। আর কতদিন এভাবে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখবে? বল মা বল? মাবিহীন জীবন আমার অন্ধকার। আমি অন্ধকার জীবন চাই না। আমি চাই মায়ের আশীর্বাদসহ আলোকিত জীবন। আমি চাই মায়ের সমোউজ্জ্বল, শুভ্র ভালোবাসায় পুষ্ট জীবন। আমি অহর্নিশ তোমাকেই ভালোবাসি মা। তোমার শীতল ছায়ায় ঘেরা জীবন চাই। আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তোমার ভালোবাসা চাই মা।

এনামুল হক সোহেল
উডলেন্ড ২৭, সেক্টর-১, ব্লক-২১, রুম-০২-০৪
সিঙ্গাপুর ৭৩৮২৫২, মোবাইল নং : ৮১৪৯২৮২২